"মিষ্টি বাচ্চারা - শিবজয়ন্তীর উৎসব হলো বড়র থেকেও বড় (সর্ববৃহৎ) উৎসব, বাচ্চারা, তোমাদের এই উৎসবকে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালন করা উচিত, যারফলে সমগ্র দুনিয়া বাবার অবতরণকে জানতে পারে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ বিষয়ে আলস্য আসা উচিত নয় ? যদি আলস্য আসে তবে তার কারণ কি?

*উত্তরঃ - পড়াশোনা বা যোগে তোমাদের এতটুকুও আলস্য আসা উচিত নয়। কিন্তু অনেক বাচ্চারা মনে করে যে সকলেই তো বিজয়মালায় আসবে না, সকলেই তো রাজা হবে না -- সেইজন্য অলস হয়ে পড়ে। পড়ায় ধ্যান দেয় না। কারণ যার বাবার প্রতি পুরোপুরি ভালোবাসা আছে, সে অ্যাকিউরেট পড়া পড়বে, তাদের আলস্য আসতে পারে না।

*প্রশ্নঃ - চলতে চলতে অনেক বাচ্চাদের অবস্থা টালমাটাল (টলোমলো) কেন হয়ে যায় ?

*উত্তরঃ - কারণ বাবাকে ভুলে দেহ-অহংকারে (অভিমানে) চলে আসে। দেহ-অহংকারের কারণে একে-অপরকে খুব বিরক্ত করে। চাল-চলনে এমনই দেখতে পাওয়া যায় যেন দেবতা হবেই না। কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । সমস্ত ব্রাহ্মণদের এ'কথা জানা আছে যে শিবজয়ন্তী হলো মুখ্য। আজকাল সকলেরই বার্থডে পালন করা হয়। কিন্তু শিবজয়ন্তীর সময়কাল(সাল) কারোরই জানা নেই। মানুষের (জাগতিক দুনিয়ার) সম্বৎ এর (সাল-গণনা) প্রচলন রয়েছে। খ্রাইস্টের সম্বৎ কাল জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ বলে দেবে। এঁনার বার্থডেও পালন করা হয়। প্রথমে তোমরা শিবজয়ন্তী এত ধুমধাম করে পালন করোনি। এখন বাচ্চাদের বিচার করতে হবে যে দুনিয়া কিভাবে জানবে? কারণ এখন শিবজয়ন্তী আসতে চলেছে। সেইজন্য এমন ধুমধাম করে জয়ন্তী পালন করো যাতে সমগ্র দুনিয়া জেনে যায়। পরিশ্রম করতে হবে। সমস্ত বাচ্চারা কীভাবে জানবে যে যিনি সমগ্র দুনিয়ার রচয়িতা তিনি এইসময় এখানে রয়েছেন। বাচ্চারা জানবে কীভাবে ! সংবাদপত্রে তো অনেকেই ছাপা হয়ে থাকে। তাকে বলা হয়ে থাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যার দ্বারা নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। সংবাদপত্রে খরচও অনেক হয়। এখন শিবজয়ন্তীকে তো সকলেরই জানা উচিত। তোমাদের সমগ্র দুনিয়ার চিন্তা থাকা উচিত । বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে। গাওয়াও হয়েছে যে বাচ্চারা ঘরে-ঘরে বাবার সংবাদ পৌঁছেছে যে বাবা এসেছেন, যারা উত্তরাধিকার নেবে তারা এসে নিয়ে যাও। কিন্তু নেবে তারাই, যারা কল্পপূর্বে নিয়েছিল। আত্মা তো জানে, এখন সকলেই জানতে পারবে তখন চলে আসবে কারণ অন্যান্য ধর্মে অনেকেই কনভার্ট হয়ে গেছে। তোমরাও কি নিজেদের দেবী-দেবতা মনে করতে নাকি! না তা করতে না। শূদ্র ধর্মে ছিলে, এখন বাবা বুঝিয়েছেন। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমাদেরকে কে পড়ান। তবুও প্রতিমুহূর্তে ভুলে যায়, সেইজন্য তাদের অবস্থাও এরকমই থাকে। দেবতা হওয়ার মতন উপযুক্ত হয়ই না। কাম-বিকারের ভূত বা দেহ-অভিমানের ভূত থাকার কারণে বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। যখন দেহী-অভিমানী হবে তখন বাবাকে স্মরণ করবে। বাবার সঙ্গে যেন ভালোবাসাও থাকে আর পড়াও অ্যাকিউরেট হয়। এ হলো অতি মূল্যবান জ্ঞানরত্ন, যার নেশা অধিকমাত্রায় থাকা উচিত। জাগতিক অধ্যয়নে রেজিস্টার থাকে। তাতে ম্যানার্সও দেখানো হয়ে থাকে - গুড, বেটার, বেস্ট.... এখানেও এরকমই হয়। কেউ তো একদম কিছুই জানেনা। বাচ্চা তো অবশ্যই হয়ে গেছে, বাবার কাছেই পড়ে রয়েছে তবুও অনেকের থেকেই গৃহীদের চালচলন ভালো হয়। আবার সার্ভিসও করে, মুখ্য কথা হলো সার্ভিসের। বিজয়মালাতেও তারাই গেঁথে যাবে, বাকিরা তো প্রজা হবে। প্রজা তো অনেকই হয়ে থাকে। কেউ বড় ঘরে জন্ম নিলে তখন সকলে তাকে অভিনন্দন জানায়। এছাড়া দুনিয়ায় তো অনেকেই জন্ম নিতে থাকে। তোমরা তো বাবার উত্তরাধিকারী হয়েছো। তাহলে সেই অসীম জগতের বাবার জন্মদিন পালন করা উচিত। ধুমধাম করে ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী পালন করতে হবে। কি করা যায় যাতে অনেকেই জানতে পারে ? এই চিন্তা থাকে, তাই না ! কিধরনের সার্ভিস করব যাতে আমাদের কল্প-পূর্বের ব্রাহ্মণ কুলভূষণেরা পুনরায় চলে আসে। যুক্তি রচনা করা হয়ে থাকে। বাবা বলেন সংবাদপত্র ছাড়া তো মুশকিল। সংবাদপত্র সব দিকে যায়। সংবাদপত্রের ২-৪ পৃষ্ঠা নিয়ে নিতে হবে। যখন সিলভার জুবিলী (রজত জয়ন্তী) পালন করা হয় তখন সংবাদপত্রে ২-৪ পেজ নিয়ে নেওয়া হয়। এখন ওরা তো কমন (লৌকিক) পাই-পয়সার সিলভার জুবিলী পালন করে। তোমাদের এই গোল্ডেন জুবিলী সবথেকে আলাদা। সর্বদা গোল্ডেন, সিলভার জুবিলী পালন করা হয়ে থাকে। কপার, আয়রন জুবিলী পালন করা হয় না। পঞ্চাশ বছর হলে তখন তাকে গোল্ডেন জুবিলী বলা হয়ে থাকে। এখন তোমাদের বাবার জয়ন্তী (জন্মদিন) পালন করতে হবে, যাতে সকলেই জানতে পারে। সংবাদপত্রে ২পৃষ্ঠা দিয়ে দাও তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অনেকেরই জেনে যাওয়া উচিত।

সময় দুর্বল (নাজুক) হয়ে আসছে। নাহলে আবার দেরি হয়ে যাবে। শিবজয়ন্তীর জন্য এখন প্রথম থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। সংবাদপত্রের ২-৪ পেজ নিয়ে তাতে ত্রিমূর্তি, কল্পবৃক্ষ আর আজকালকার পয়েন্টস লেখা হোক। গঙ্গাস্নানের দ্বারা সদগতি হয় না। যেমন ৪ পেজের লিটারেচার রয়েছে তেমন আগে-পরেও দেওয়া যেতে পারে। অবতরণ কলা আর উত্তরণ কলার চিত্র আর যে মুখ্য চিত্র রয়েছে। বিচার করা উচিত যে কোন্ কোন্ মুখ্য চিত্র রয়েছে যার দ্বারা মানুষ বুঝে যায় যে অবশ্যই দুর্গতি হয়েছিল। বাবা বাচ্চাদের ধ্যান আকর্ষণ করান। বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। এই বিষয়ের উপরে অত্যন্ত অল্প বাচ্চারাই রয়েছে যাদের খেয়াল চলতে থাকে। ৪-৫ হাজার খরচ হবে, ক্ষতি নেই। প্রচুর বাচ্চা রয়েছে, বিন্দু বিন্দুতে জলাশয় হয়ে যাবে। তোমরা জানো আগা খাঁ-কেও (ইমাম, আধ্যাত্মিক লিডার) সমতুল হীরে দিয়ে ওজন করা হয়েছিল। সে তো কিছুই নয়। ইনি হলেন কল্যাণকারী বাবা। ওখানে তো সব পয়সা যায় বিকারে। বাচ্চারা, তোমাদের তো এই বিকার থেকে মুক্ত করা হয়, মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। তোমাদের মধ্যে না কামের হিংসা, না ক্রোধের হিংসা আছে। তাহলে সংবাদপত্রের ৪-৫টি পৃষ্ঠা অবশ্যই নেওয়া উচিত, যারা সার্ভিসেবেল বাচ্চা তারা মনে করে আমরা সার্ভিস করছি। প্রদর্শনী, প্রজেক্টরের জন্য চিত্র বানানো হচ্ছে, যাদের বুদ্ধি চলে তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা বলেন -- হিম্মত বাচ্চাদের, বাবা সাহায্য করার জন্য বসে রয়েছেন। যারা বুদ্ধিমান লেখা-পড়া জানা বাচ্চা তারা তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রের জন্য ম্যাটার (বিষয়) লিখে তৈরী করবে। সংবাদপত্রে কোনো জিনিস ছাপা হলে সে'গুলির উপরে দৃষ্টিও দিতে হবে। এখনও শিবজয়ন্তীতে দুই-আড়াই মাস বাকি রয়েছে। তোমরা অনেক কাজ করতে পারো। ২-৪টি সংবাদপত্রে দেওয়া উচিত -- মুখ্য হলো হিন্দী আর ইংরেজী। এই দুই-এ(ভাষা) ছাপা হোক। শিবজয়ন্তী এই রীতি অনুসারে পালন করাই সঠিক হবে। এ হলো সমগ্র দুনিয়ার পিতার জন্মদিন, তাই সকলের জানা হয়ে যাক। সংবাদপত্র তো দূর পর্যন্ত যায়। যে সেন্সীবেল এডিটর (সম্পাদক) হয়, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা-সম্পন্ন হয়, সে পয়সা নেয় না। এ হলো সকলের কল্যাণের জন্য। করলেও সামান্য খরচ হবে। সাহস বাচ্চাদের সাহায্য বাবার। এমন-এমন চিন্তা চলতে থাকা উচিত । মানুষ জানে না যে কল্যাণ অকল্যাণ কাকে বলা হয়। কল্যাণ কে করতে পারে ? কিছুই বোঝেনা। বাচ্চারা, তোমরা জানো। তোমাদের মধ্যেও অল্পসংখ্যকই রয়েছে যারা বিজয়মালায় আসবে। বাকিরা প্রজায় যাবে। এ হলো রাজযোগ, রাজত্ব প্রাপ্ত করার। পড়ায় বা যোগে আলস্য এলে রাজত্ব প্রাপ্ত করতে পারবে না। লিমিট রয়েছে -- এতজন রাজা হবে। বেশি হতে পারে না। যারা শুভচিন্তক হবে, তারা তৎক্ষণাৎ জেনে যাবে যে রাজকুলে আসতে পারবে কিনা। সেইজন্য এখন সেন্টার থেকে রায় দেওয়া হয়। বাবার অনেক বড় বড় দোকান(সেন্টার) রয়েছে। সব সেন্টার তো একই রকমভাবে চলতে পারে না। কোনো ম্যানেজার ভালো হলে তখন দোকান ভালোভাবে চালায়। কারোর উপরে গ্রহের দশা বসে, তখন ভালো-ভালোরাও ফেল হয়ে যায়। বাবা বলেন সময় এখন কাছে এসে গেছে। লড়াই-এর প্রস্তুতিও চলতে থাকে, বিপর্যয়ও আসবে। খুব কম সময় রয়েছে, যোগযুক্ত হতেই বেশি পরিশ্রম লাগে। যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। যদি যোগে থেকে গোল্ডেন এজ(স্বর্ণযুগ) পর্যন্ত পৌঁছনো না যায় তাহলে রয়্যাল ঘরানায় আসতে পারবেনা। প্রজায় চলে যাবে। যারা ভালো পুরুষার্থী হবে, তারা কখনো বলবে না যে যা ভাগ্যে থাকবে। ড্রামা অনুসারে এমন-এমন চিন্তনকারীরা প্রজায় গিয়ে চাকর-বাকর হবে। পদ উঁচু পেতে হলে তখন অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে। নাহলে অনুযোগ করবে (বাবা এসেছেন জানাওনি কেন আমাদের) সেইজন্য সংবাদপত্রে দিতে হয়। প্রধান প্রধান চিত্র এবং মুখ্য-মুখ্য কথা লিখতে হবে। ত্রিমূর্তি, গোলক (চিত্র) দিতে হবে। অবতরণ কলা, উত্তরণ কলার চিত্রও দিতে হবে। ভারত দি হেভেন(স্বর্গ), ভারত দি হেল(নরক)। স্বর্গে কতখানি সময় থাকে, নরকে কতখানি সময় থাকে। এখন বাবা ডাইরেকশন দিচ্ছেন। যদি কেউ মুরলী মিস করে ফেলে তাহলে (বাবার) ডাইরেকশন জানতেই পারবে না। সাহায্যকারীও হতে পারবেনা।

বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে এই বিষয়টি তৈরি করেছো ? সেন্সীবেল বাচ্চাদের মহিমা নানান স্থানে হয়ে থাকে। কেউ কেউ আবার অত্যন্ত বিরক্তও করে। দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। সেন্টারের হেড হয়ে, যদি দেহ-অহংকার আসে তাহলে মরেছো। বাবার কখনো অহংকার আসতে পারে না। বাবা বলেন -- আমি হলাম ওবিডিয়েন্ট (আজ্ঞাকারী) সার্ভেন্ট। দেখো, এখানে অনেক বড় বড় (গণ্যমান্য) ব্যক্তিরা আসে। তারা দেখে যে হাত দিয়ে বাসন মাজা হচ্ছে তখন নিজেরাও মাজতে শুরু করে দেয়। কিন্তু কারো-কারোর আবার দেহ-অহংকার চলে আসে। থালা-বাটি পরিষ্কার করতে পারে না। এইরকম দেহ-অভিমানীরা অধঃপতনে যায়। নিজের অকল্যাণ করে বসে। বাবা কি কখনো সেবা নেন নাকি ! না তা নেন না। শিববাবার তো শরীরই নেই যে সেবা নেবেন। তিনি তো সেবা(সার্ভিস) করেন। বাবা দেহী-অভিমানী হওয়া শেখান। মা-বাবা কখনো বাচ্চাদেরকে অ্যালাউ করবেনা যে তারা বাসন মাজুক। তাই মা-বাবার সাথে রেষারেষি করা উচিত নয়। আগে মা-বাবার মতন হওয়া উচিত । তোমাদের সাথে তারাও পড়েন কিন্তু নিয়মানুসারে সাক্ষাৎকারও হয়ে যায় যে প্রথম নম্বরে এঁনারা পাস হন। সার্ভিসের অনেক শখ রাখতে হবে। ঘরে ঘরে গীতা পাঠশালা খুলতে হবে, তবেই বৃদ্ধি হতে থাকবে। লিখে দিতে হবে যে এসো, তোমাদেরকে আমাদের পারলৌকিক বাবার পরিচয় জানাই। অসীম জগতের বাবার

থেকে কীভাবে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তা এসে বোঝো। এক সেকেন্ডে কীভাবে জীবন মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এমন কোনো বুদ্ধিমান নেই যে বুঝতে পারে। তোমাদের মধ্যেও মজ্জায়-মজ্জায় জ্ঞান অত্যন্ত কমেরই আছে, যাদের জ্ঞানের নেশা চড়ে রয়েছে তারা নিজেরাই রায়(মত) দিতে থাকে। তোমাদের যে'সব স্লোগান রয়েছে তাতে কি বোঝানো হয়েছে সেটাও লিখতে হবে। দিল্লি, বম্বেতে (মুম্বাই) অনেক সমঝদার বাচ্চারা রয়েছে, যাদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে, তারা এই কাজ করতে পারে। এডিটর্সদের (সম্পাদকদের) বোঝাতে হবে। তাদের হাতে অনেক কিছুই থাকে। হাফ (অর্ধেক) দামে দেবে, কোয়ার্টারে (এক-চতুর্থতে) দেবে। ধর্মীয় কথা (বিষয়) ফ্রিতেও দিয়ে দিতে পারে। বাবা রায় দেন - এই শিবজয়ন্তী অত্যন্ত ধুমধাম করে পালন করো, এমন অনুপ্রেরণা এসেছে। খরচ হলেও ক্ষতি নেই। চিত্র ছাপাতে হবে। রঙ্গীন উইকলি (সাপ্তাহিক) বেশ ছোটই হয়, তাতে চিত্র অত্যন্ত ক্লিয়ার থাকা চাই। বাবা সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের রায় দেন আর সার্ভিসেবেল বাচ্চারাই রেসপন্ড করবে। আইডিয়া লিখবে, ম্যাটার(বিষয়) তৈরি করবে। আলাদা বিষয়ে ছাপিয়েও সংবাদপত্রের সাথে পাঠানো যেতে পারে। সংবাদপত্র-বাহকের (পেপার- ওয়ালাদের) সাথে কথা বলে সেভাবেও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংবাদপত্রের ভিতরে পর্চা দিয়ে দেবে। আগে কারো দেওয়া বিজ্ঞাপনের আলাদা পাতা খবরের কাগজের মাঝে দিয়ে দেওয়া হতো, এখন বোধহয় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করলে হতে পারে। নাহলে সকলে জানবে কীভাবে - ত্রিমূর্তি শিবের জয়ন্তীকে (জন্মদিন)। প্রদর্শনীও ৭ দিন ধরে চলে। শিবজয়ন্তী তো একদিনের, তা অত্যন্ত ধুমধাম করে পালন করা উচিত । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সহায়তাকারী হয়ে, সকলকে বাবার পরিচয় দেওয়ার যুক্তি রচনা করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। জ্ঞানের নেশা থাকতে হবে।

২) দেহ অহংকারকে পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হতে হবে। নিজের সেবা অন্যের থেকে নেওয়া উচিত নয়। মাতা পিতার সঙ্গে রেস (প্রতিযোগিতা) করা উচিত নয়। তাদের সমান হতে হবে।

বরদানঃ- স্নেহের শক্তির দ্বারা পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া পরমাত্ম-স্নেহী ভব

স্নেহের শক্তি পরিশ্রমকে সহজ করে দেয়, যেখানে ভালোবাসা রয়েছে, সেখানে পরিশ্রম থাকে না। পরিশ্রম মনোরঞ্জনে পরিণত হয়ে যায়। বিভিন্ন বন্ধনে বেঁধে থাকা আত্মারা পরিশ্রম করে, কিন্তু পরমাত্ম-স্নেহী আত্মারা সহজেই পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই স্নেহের বরদান যেন সদা স্মৃতিতে থাকে তাহলে যত বড় পরিস্থিতিই আসুক, ভালোবাসায়, স্নেহের দ্বারা পরিস্থিতি-রূপী পাহাড়ও পরিবর্তিত হয়ে জলের সমান হাল্কা হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- সর্বদা নির্বিঘ্ন থাকা আর অন্যদেরকে নির্বিঘ্ন বানানো - এটাই হলো যথার্থ সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;